কালের কণ্ঠ

তারিখ 30 APR 2008
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

সরিষাবাড়ী প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

টাকা দিলে ফাইল নড়ে

জামালপুর প্রতিনিধি ▷

জামালপুরের সরিষাবাড়ী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে দেদার চলছে অনিয়ম-দুর্নীতি। ভুক্তভোগীদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রায় সব ধরনের কাজেই এখানে ঘুষ দিতে হয়। আর ঘুষ নেওয়ার শীর্ষে রয়েছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফেরদৌস ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান। দুজনই অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন।

সরিষাবাড়ী উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি সোহরাব আকন্দ ও সাধারণ সম্পাদক নিয়ামুন নাসির ভূঁইয়ার দাবি, নেত্রকোনার কেন্দুয়া থেকে বদলি হয়ে গত বছরের জানুয়ারিতে সরিষাবাড়ীতে আসেন মোহাম্মদ ফেরদৌস। মূলত তিনি যোগ দেওয়ার পর থেকেই সরিষাবাড়ী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি শুরু হয়। শিক্ষক বদলি থেকে শুরু করে পরীক্ষার ফি—সব ক্ষেত্রেই অনিয়ম চলছে। টাকা ছাড়া সেখানে কোনো ফাইল নড়ে না। প্রায়ই হয়রানির শিকার হন শিক্ষকরা। এ ছাড়া উপজেলার ৩০০ শিক্ষক নতুন জাতীয় স্কেলের আওতায় বর্ধিত সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হলেও পাচ্ছেন মাত্র ১৪ জন।

সোহরাব আকন্দ ও নিয়ামুন নাসির ভূঁইয়া অভিযোগ করেন, গত জানুয়ারি ও মার্চে শিক্ষা কমিটির বৈঠকে ৪৩ শিক্ষকের বদলির আবেদন পাস হয়। নিয়ম অনুযায়ী সব বদলির আবেদন একত্রে শিক্ষা কমিটির বৈঠকে পাস করে জেলা শিক্ষা অফিসে পাঠাতে হবে। কিন্তু সেগুলো পাঠানো হয়েছে আলাদাভাবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক জানান, চর সরিষাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি হওয়ার জন্য জাহিদুল ইসলাম নামের এক শিক্ষককে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। একই কারণে একই পরিমাণ টাকা দেন রোকনুজ্জামান নামের আরেক শিক্ষক। বদলির জন্য মমিনুল ইসলাম তারা নামের আরেক শিক্ষকের কাছ থেকে নেওয়া হয় ১০ হাজার টাকা। এ ছাড়া বদলির ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালাও মানা হচ্ছে না।

গত ১৬ মার্চ তাঁরাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সুরাইয়া আক্তার মীরা চিকিৎসা ছুটির আবেদন করে ঢাকায় বেড়াতে যান। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান ঘুষের বিনিময়ে ওই শিক্ষিকাকে উপস্থিতি দেখাতে ছুটির আবেদনপত্রটি গোপন করেন। পরে সুরাইয়া আক্তার মীরার অনুপস্থিতিতেই গত ৩০ মার্চ তাঁকে অন্য স্কুলে বদলি করেন শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফেরদৌস। নিয়ম অনুযায়ী ছুটিতে থাকাকালে কোনো শিক্ষককে বদলি করা যাবে না। অভিযোগ উঠেছে, মীরাকে সরিয়ে ওই পদে অন্য একজনকে উৎকোচের বিনিময়ে যোগদান করানো হয়েছে। পরে মীরা ঢাকা থেকে ফিরে বিষয়টি জানতে পারলে শিক্ষা অফিসে তোলপাড় শুরু হয়। শেষমেশ শিক্ষা কর্মকর্তা বাধ্য হয়ে তাঁকে স্বপদে বহাল রাখেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফেরদৌস বলেন, 'অফিসে কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না তা আমার জানা নেই। আমি যা করেছি, সরকারি নিয়ম মেনেই করেছি। আর বদলির বিষয়ে আমার কোনো হাত নেই। শিক্ষা কমিটির সদস্যরাই সব করেন।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আলীম বলেন, 'এসব বিষয়ে আমি কিছু জানি না। বদলি বাণিজ্য হয়ে থাকলে তা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাই ভালো বলতে পারবেন।'